প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন জনপদ

বাংলা নামে একটি অখন্ড দেশের জন্ম একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনপদগুলোর মধ্য দিয়ে। গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। জনপদগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম হল পুণ্ড্র। ১৬টি জনপদের মধ্যে নিম্নোক্ত জনপদগুলো উল্লেখযোগ্য-

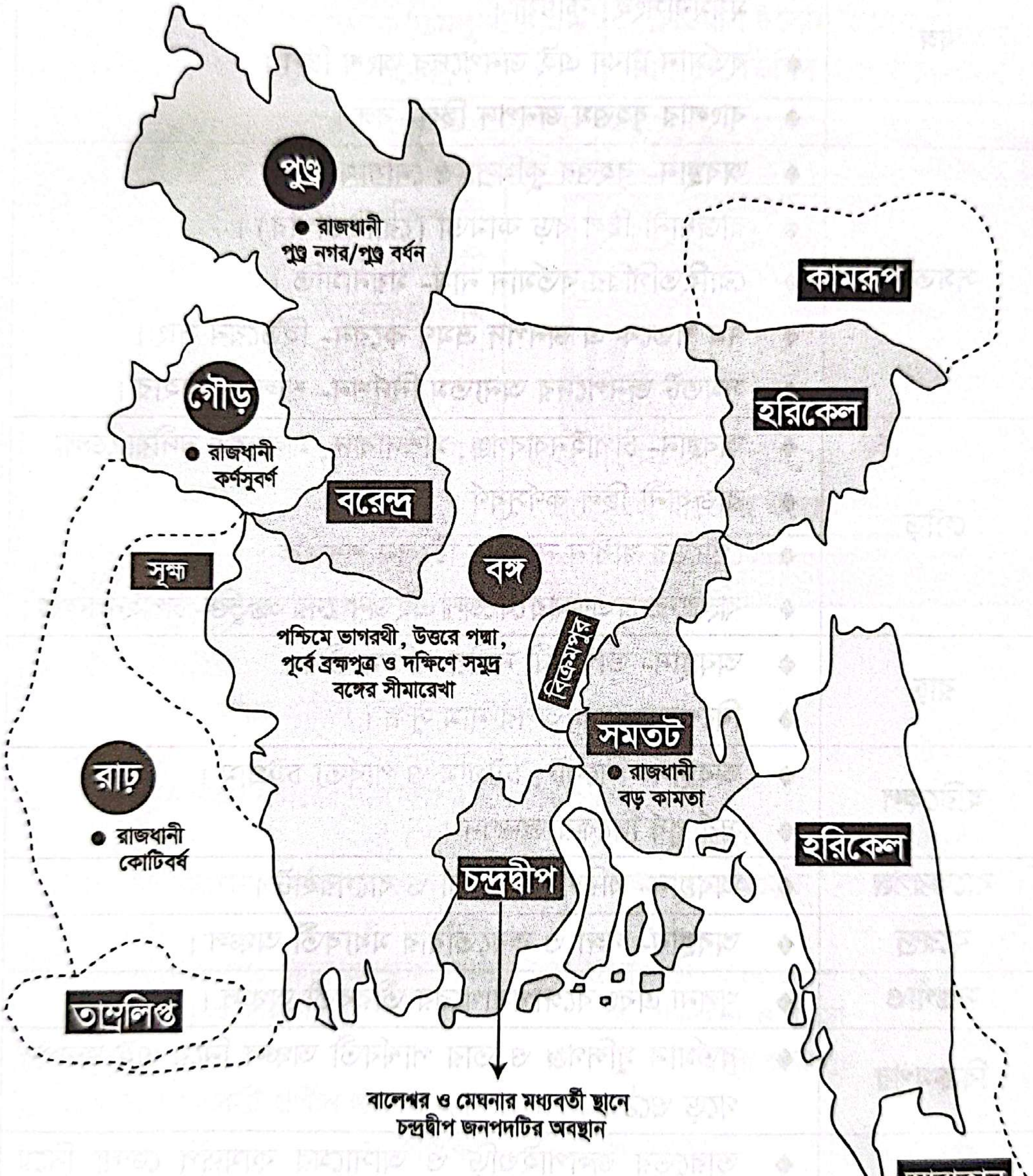

মানচিত্রে বাংলার প্রাচীন জনপদ

CamScanner

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অবস্থান এবং বিশেষত্ব
পুন্ড্র	◆ **অবস্থান-** বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল ◆ বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ। ◆ **শাসন করে-** মৌর্য ও গুপ্ত বংশ। ◆ রাজধানী ছিল পুণ্ড্র নগর/পুণ্ড্র বর্ধন। ◆ **জড়িত নদী-** করতোয়া।
বঙ্গ	◆ **অবস্থান-** বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া। ◆ বর্তমান ঢাকা এই জনপদের অংশ ছিল। ◆ **বাংলার বৃহত্তম জনপদ ছিল-** বঙ্গ।
সমতট	◆ **অবস্থান-** বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী। ◆ রাজধানী ছিল বড় কামতা (রোহিতগিরি)। ◆ **রোহিতগিরির বর্তমান নাম-** ময়নামতি। ◆ **৭ম শতকে এ জনপদ ভ্রমণ করেন-** হিউয়েন সাং। ◆ **সমতট জনপদের অন্যতম নির্দশন-** শালবন বিহার।
গৌড়	◆ **অবস্থান-** চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহও নদীয়া জেলা ◆ রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। ◆ গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন শশাংক। ◆ **বাংলাদেশের একমাত্র যে জেলা এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত-** চাঁপাইনবাকাগঞ্জ।
রাঢ়	◆ **অবস্থান-** ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর। ◆ **বিশেষত্ব-** এর অপর নাম সুক্ষ্ম।
হরিকেল	◆ **অবস্থান-** সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। ◆ সর্ব পূর্ব দিকের জনপদ।
বাকেরগঞ্জ	◆ **অবস্থান-** বরিশাল, খুলনা ও বাগেরহাট।
বরেন্দ্র	◆ **অবস্থান-** গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল।
সপ্তগাঁও	◆ খুলনা এবং বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল।
বিক্রমপুর	◆ বর্তমান মুন্সিগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে এই জনপদ গড়ে ওঠে।
কামরূপ	◆ ভারতের জলপাইগুড়ি ও আসামের কামরূপ জেলা নিয়ে এই জনপদ গড়ে ওঠে।
চন্দ্রদ্বীপ	◆ **অবস্থান-** বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বাগেরহাট, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ।

CamScanner

তাম্রলিপ্ত জনপদ

গ্রিক পণ্ডিত টলেমির মানচিত্রে 'তমলিটিস' নামে যে বন্দর নগরীর উল্লেখ করা আছে সেটিই বাংলার প্রাচীনতম বন্দর। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে তার আশেপাশের এলাকা নিয়ে তাম্রলিপ্ত জনপদ গড়ে ওঠে। তাম্রলিপ্ত জনপদটির অবস্থান হরিকেলের দক্ষিণে, যেখানে গঙ্গা নদী বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার 'তমলুক' নামক জায়গাটিই ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র।

ক্লডিয়াস টলেমি ছিলেন একজন গ্রিক জ্যোতির্বিদ এবং ভূগোলবিদ।

গঙ্গারিডাই রাজ্য

গঙ্গা নদীর তীরে এই শক্তিশালী রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। যার রাজধানী ছিল গাঙ্গে। গ্রিকবীর আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন। তখন গঙ্গারিডাই রাজ্যের পরাক্রমের কাহিনী শুনে শঙ্কিত হয়ে যমুনার পশ্চিমপাড় থেকেই ফেরত যান।

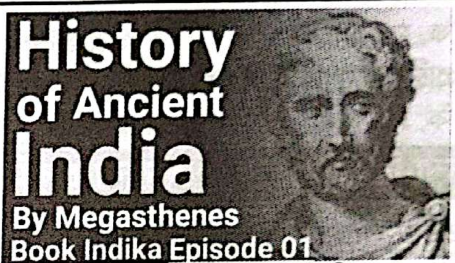

গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের যেটি বাংলার প্রাচীন জনপদ– [DU খ' ২০-২১]
ক. চন্দ্রাদ্বীপ খ. ময়নামতি গ. হরিকেল ঘ. পাটালীপুত্র

০২. বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম কী? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. তাম্রলিপ্তি খ. চন্দ্রকেতুগড় গ. গঙ্গারিডাই ঘ. সমন্দর

০৩. বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [DU খ' ১১-১২]
ক. সমতট খ. পুন্ড্রবর্ধন গ. রাঢ় ঘ. বঙ্গ

০৪. বর্তমান বাংলাদেশের কোন অংশকে 'সমতট' বলা হতো? [DU ঘ' ০৪-০৫; খ' ০২-০৩, ৯৮-৯৯]
ক. কুমিল্লা ও নোয়াখালী খ. রাজশাহী ও বগুড়া
গ. চট্টগ্রাম ঘ. দিনাজপুর ও রংপুর

০৫. বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ হল- [DU খ' ৯৬-৯৭]
ক. সোনারগাঁও খ. হরিকেল গ. ভুলুয়া ঘ. পঞ্চগড়

০৬. প্রাচীন বাংলায় নিম্নের কোন অঞ্চল বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল? [DU ঘ' ৯৫-৯৬]
ক. হরিকেল খ. সমতট গ. বরেন্দ্র ঘ. রাঢ়

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ	৬. ক		

বি সি এস

০৭. বাংলার প্রাচীন জনপথ হরিকেল-এর বর্তমান নাম কী? (46 BCS)

ক. সিলেট ও চট্টগ্রাম
খ. ঢাকা ও ময়মনসিংহ
গ. কুমিল্লা ও নোয়াখালী
ঘ. রাজশাহী ও রংপুর

০৮. বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? (44 BCS)

ক. সমতট খ. পুণ্ড্র গ. বঙ্গ ঘ. হরিকেল

০৯. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি? (44, 43 BCS)

ক. পুণ্ড্র খ. তাম্রলিপ্ত গ. গৌড় ঘ. হরিকেল

১০. প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল? (43 BCS)

ক. ঢাকা ও কুমিল্লা
খ. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা
গ. কুমিল্লা ও নোয়াখালী
ঘ. ময়মনসিংহ ও জামালপুর

১১. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? (41, 36 BCS)

ক. পুণ্ড্র খ. তাম্রলিপ্তি গ. গৌড় ঘ. হরিকেল

১২. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি কোনাটি? [41 BCS]

ক. ময়নামতি খ. পুণ্ড্রবর্ধন গ. পাহাড়পুর ঘ. সোনারগাঁ

১৩. প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা- [38 BCS]

ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর গ. খুলনা ঘ. চট্টগ্রাম

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

১৪. প্রাচীন বাংলায় পুণ্ড্র নামটি ছিল একটি- [জবি খ' ০৭-০৮]

ক. জনপদের খ. প্রদেশের গ. গ্রামের ঘ. নগরের

১৫. বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ কোনটি? [চবি খ' ১৭-১৮]

ক. মহাস্থানগড় খ. পাহাড়পুর গ. ময়নামতি ঘ. উয়ারীবটেশ্বর

১৬. গঙ্গারিডাই সম্পর্কে জানার উৎস- [জাবি সি৩' ১৫-১৬]

ক. হিন্দু ধর্মগ্রন্থ
খ. বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ
গ. চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ
ঘ. গ্রিক লেখকদের বিবরণ

১৭. গঙ্গারিডাই রাজ্যের অবস্থান ছিল-[জাবি সি' ১৬-১৭]

ক. কণৌজ খ. কাশ্মীরে গ. উড়িষ্যায় ঘ. বাংলায়

১৮. গঙ্গারিডাই রাজ্যের অস্তিত্বকালে গ্রিক সেনাপতি ছিলেন- [জাবি সি' ১৬-১৭]

ক. ফিলিপ খ. নেপোলিয়ন গ. আলেকজান্ডার ঘ. সিজার

১৯. কুষ্টিয়া জেলা কোন জনপদে অবস্থিত? [জাবি সি' ১৫-১৬]

ক. সমতট খ. পুণ্ড্রবর্ধন গ. বঙ্গ ঘ. রাঢ়

২০. প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের জনপদকে কী বলা হতো? [রাবি ঙ' ১৮-১৯]

ক. সমতট খ. হরিকেল গ. বরেন্দ্র ঘ. পুণ্ড্র

২১. তাম্রলিপ্ত কী? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার: ১৭]

ক. প্রাচীন জনপদ
খ. তামার পাতে শাসনাদেশ
গ. প্রাচীন গ্রন্থ
ঘ. প্রাচীন ভাষা

২২. কোনটি বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম নয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]

ক. মৌর্য খ. পুণ্ড্র গ. গৌড় ঘ. রাঢ়

উত্তরমালা

৭. ক	৮. গ	৯. ক	১০. গ	১১. ক	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. ক
১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. গ	২০. গ	২১. ক	২২. ক

বাংলার উৎপত্তি ও বাঙালি জাতির আবির্ভাব

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১) অনার্য জনগোষ্ঠী
২) আর্য জনগোষ্ঠী

অনার্য জনগোষ্ঠী

অনার্য জনগোষ্ঠীকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ৪টি ভাগের মিশ্রণেই অনার্য জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

অনার্য জনগোষ্ঠীর ৪টি ভাগ

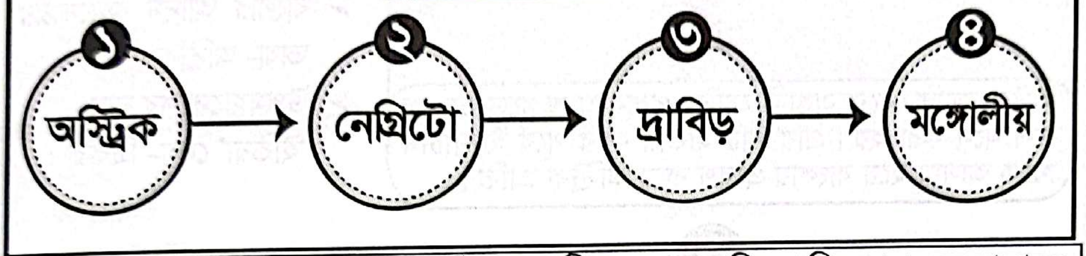

অস্ট্রিক	নৃতাত্তিকদের ধারণা অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ তাদের **'নিষাদ জাতি'** বলে থাকেন। এরা প্রায় ৫০০০ বছর আগে অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে এসেছে। আগমনের সময় ইন্দোচীন হয়ে আসে। এরাই সর্বপ্রথম এদেশে কৃষিকাজ শুরু করে। কুড়ি, ঠোঁট, করাত, দা, বেগুন, লাউ, লেবু, কলা, লাঙল প্রভৃতি বাংলা ভাষার অসংখ্য শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।
নেগ্রিটো	নেগ্রিটোরা এদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠী। সাঁওতাল, হাড়ি, চণ্ডাল, ডোমদেরকে এদের উত্তরসূরী ধরে নেওয়া হয়। সুন্দরবন ও যশোরে এদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহ জেলার কিছু অঞ্চলেও নেগ্রিটো জনগোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
দ্রাবিড়	সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। এরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রায় ৫০০০ হাজার বছর আগে এই দেশে প্রবেশ করে।
মঙ্গোলীয়	মঙ্গোলীয়ানরা ইন্দোচীন বা তিব্বত হতে এদেশে আগমন করে। বাংলাদেশের উপজাতিদের মধ্যে গারো, চাকমা, মণিপুরী, খাসিয়া, হাজং প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেমীয় গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুকরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এমনিভাবে অন্তত দেড় হাজার বছরের অনুশীলন, গ্রহণ, বর্জন এবং রূপান্তিকরণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি গড়ে উঠে।

CamScanner

আর্য জনগোষ্ঠী

'আর্য' শব্দের অর্থ সদ্বংশজাত ব্যক্তি। আর্যরা প্রায় ২০০০ বছর আগে ইরান ও রাশিয়ার ইউরাল ও ককেশাস পর্বতমালা থেকে এদেশে আগমন করে। এরা এদেশে আগমনের সময় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত খাইবার গিরিপথ ব্যবহার করে। আর্যরা সনাতন ধর্মালম্বী। আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। বেদ থেকে ঋগ্বেদের সৃষ্টি হয়েছে।

১

অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অস্ট্রিক জাতি।

- **বাঙালি জাতির পরিচয়-** শংকর জাতি হিসেবে।
- **বাংলার আদিম জনগোষ্ঠীর ভাষা-** অস্ট্রিক।
- **উপমহাদেশের নাম 'ইন্ডিয়া' দেন-** গ্রিকরা।

২

- **বাংলাদেশে প্রাচীন সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে-** গঙ্গা অববাহিকায়।
- **দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে-** প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে।

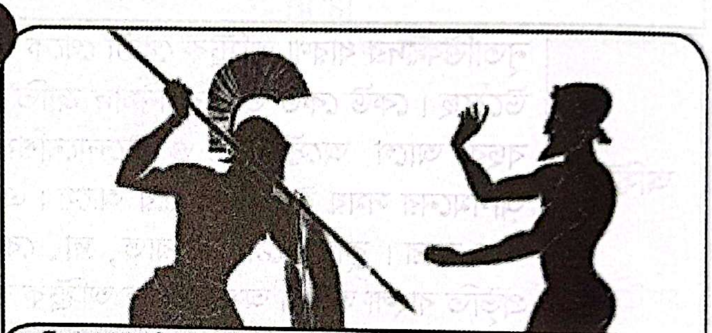

অস্ট্রিক জাতির পরে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নতর বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে।

৩

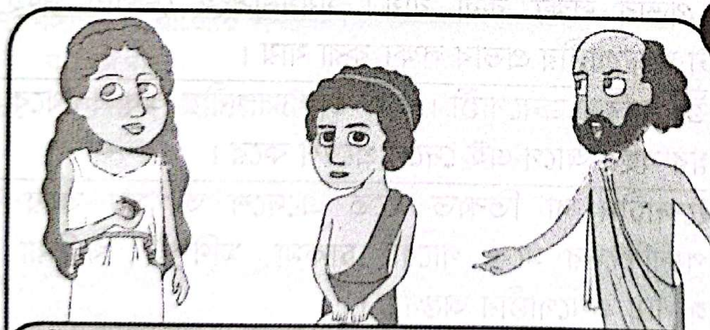

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলছিল তার সাথে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি।

- **বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতীয়দের বড় অংশ-** মঙ্গোলয়েড।
- **আর্যদের আদি নিবাস-** ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে।

৪টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **সুপ্রাচীন বঙ্গদেশের সীমা উল্লেখ আছে-** ড. নীহাররঞ্জন রায়ের **'বাঙ্গালীর ইতিহাস'** গ্রন্থে।
- **বাংলা শব্দটির উৎপত্তি-** বঙ্গ শব্দ থেকে।
- **সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দটি পাওয়া যায়-** ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।
- **সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের ব্যবহার হয়-** আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল? [42 BCS, চবি-ঘ' ০২-০৩]

ক. সংস্কৃত
খ. বাংলা
গ. অস্ট্রিক
ঘ. হিন্দি

০২. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত/কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে? [28, 36 BCS]

ক. দ্রাবিড়
খ. নেগ্রিটো
গ. ভোটচীন
ঘ. অস্ট্রিক

০৩. আর্যদের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম কী? [চবি-খ' ০৮-০৯]

ক. ত্রিপিটক
খ. উপনিষদ
গ. বেদ
ঘ. ভগবৎ গীতা

০৪. বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত? [চবি-চ' ০৩-০৪]

ক. বাঙালি
খ. আর্য
গ. নিষাদ
ঘ. আলপাইন

০৫. আর্য এটি কীসের নাম? [জাবি-আই' ১৯-২০]

ক. ভাষার নাম
খ. জাতিগোষ্ঠীর নাম
গ. গ্রহপুঞ্জের নাম
ঘ. স্থানের নাম

০৬. আর্য জাতি কোন দেশ থেকে এসেছিল? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল অফিসার: ০৩]

ক. বাহরাইন
খ. ইরাক
গ. ইরান
ঘ. মেক্সিকো

০৭. আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী? [ববি-খ' ১৬-১৭]

ক. ত্রিপিটক
খ. উপনিষদ
গ. বেদ
ঘ. ভগবৎ গীতা

০৮. আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল অফিসার: ০৩]

ক. ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে
খ. হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে
গ. ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে
ঘ. আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়

০৯. দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসীদের কী নামে অভিহিত করা হয়? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা: ১৬]

ক. টোডা
খ. দ্রাবিড়
গ. সুর
ঘ. আফ্রিদি

১০. বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০১]

ক. আর্য
খ. মোঙ্গল
গ. পুণ্ড্র
ঘ. দ্রাবিড়

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. গ	৪. গ	৫. খ	৬. গ	৭. গ	৮. ক
৯. খ	১০. ঘ						

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন

আলেকজান্ডার জাতিতে ছিলেন আর্য গ্রিক। তিনি ছিলেন **মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপসের পুত্র।** খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে ফিলিপসের মৃত্যু হলে **আলেকজান্ডার ম্যাডিসনের সিংহাসনে আরোহণ** করেন। আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আলেকজান্ডারের প্রধান সেনাপতির নাম ছিল **সেলিওকাস।** আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার সময় সেলিওকাসের উপর ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব রেখে যান। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর সেলিওকাসকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে গ্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটান **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।**

গুরু-শিষ্য

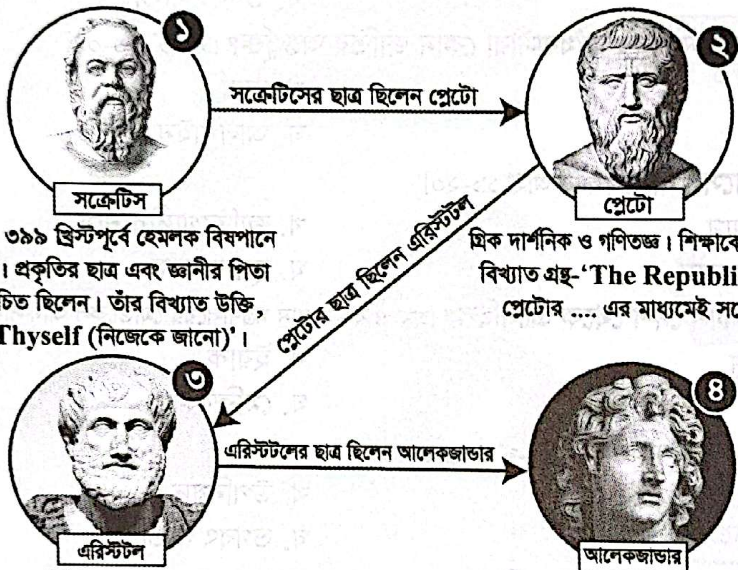

গ্রিক দার্শনিক। ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বে হেমলক বিষপানে হত্যা করা হয়। প্রকৃতির ছাত্র এবং জ্ঞানীর পিতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, **'Know Thyself (নিজেকে জানো)'।**

গ্রিক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। শিক্ষাকেন্দ্রের নাম একাডেমিয়া। বিখ্যাত গ্রন্থ-**'The Republic'** ও **'Apology'** প্লেটোর .... এর মাধ্যমেই সক্রেটিসকে জানা যায়

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ছিল লাইসিয়াম। তিনি একধারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার জনক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'The Politics'।**

আলেকজান্ডার মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তার পিতা দ্বিতীয় ফিলিপের স্থলাভিষিক্ত হন। এবং ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি মিশর থেকে উত্তর পশ্চিম ভারত পর্যন্ত প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপসের পুত্র আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আর তিনি মৃত্যুবারণ করেন ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বে বর্তমানে ইরাকের ব্যাবিলনে

ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা ছিলেন পুরু। রাজা পুরু আলেকজান্ডারের নিকট ঝিলাম বা হিদাসপিসের যুদ্ধে পরাজিত হন।

CamScanner

বাংলায় মৌর্য যুগ

ভারতীয় উপমহাদেশের **প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য**। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ রাজবংশকে পরাজিত করে **মগধের সিংহাসনে** আরোহনের মাধ্যমে ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে তিনি এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। **প্রাচীন ভারতে প্রথম সর্ব ভারতীয় ঐক্য রাষ্ট্র স্থাপন করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য**। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ পর্যন্ত মোট ৯ জন শাসক মৌর্যবংশকে শাসন করে।

মৌর্য বংশের শাসকগণ

১. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য →
২. বিন্দুসার →
৩. সম্রাট অশোক →
৪. দশরথ →
৫. সম্প্রতি →
৬. শালিশুক →
৭. দেববর্মণ →
৮. শতধানবান →
৯. বৃহদ্রথা

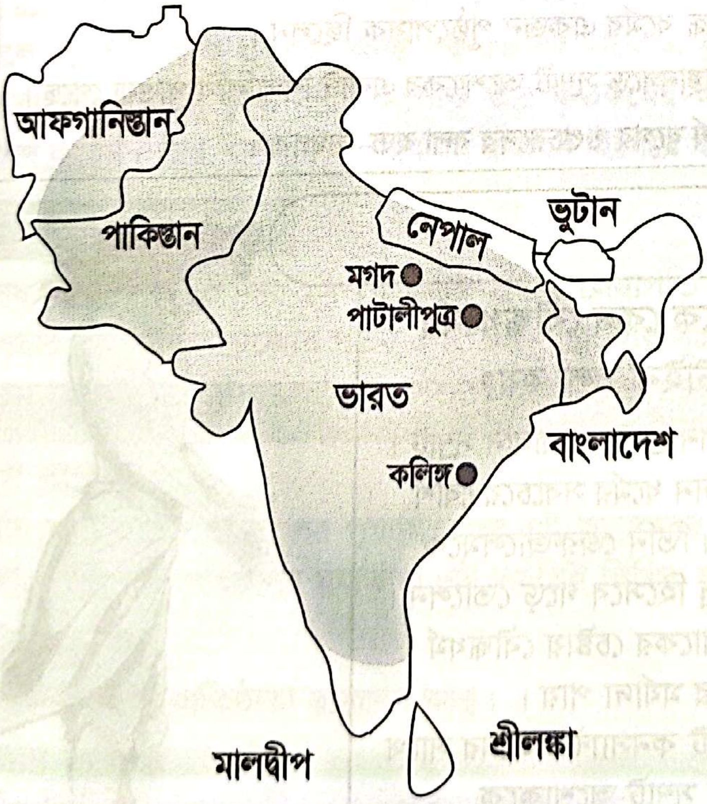

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বদিকে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে অবস্থিত মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার এই সাম্রাজ্যকে দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত করেন এবং অশোক কলিঙ্গ রাজ্যকে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।

চিত্রেঃ সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্য

মৌর্য বংশের গুরুত্বপূর্ণ ৩ জন শাসক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	• **প্রাচীন ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় সম্রাট।** • **ভারত তথা বাংলার প্রথম সম্রাট।** • **মগদের সিংহাসন দখল করেন-** নন্দ বংশকে উচ্ছেদ করে। • চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের সেনাপতি **সেলিওকাসকে** পরাজিত করে উপমহাদেশ হতে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন। • **তাঁর রাজধানী ছিল-** পাটালিপুত্র।
বিন্দুসার	• চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের স্বেচ্ছা অবসরের পর তার পুত্র বিন্দুসার মাত্র বাইশ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। • তাঁর রাজত্বকালে তক্ষশীলার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করেন যা তিনি দমন করতে ব্যর্থ হন।
সম্রাট অশোক	• মৌর্য সাম্রাজ্যের **তৃতীয় শাসক** ছিলেন। • তাঁর সময়ই **সমগ্র ভারতবর্ষ** মৌর্য সাম্রাজ্যের দখলে আসে। • পুণ্ড্রবর্ধন/মহাস্থানগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। • উত্তরাধিকার যুদ্ধে তাঁর ভাতাদের নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য সম্রাট অশোক **'চন্ডাশোক'** উপাধি লাভ করেন। • **কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে গ্রহণ করেন-** বৌদ্ধ ধর্ম। • বৌদ্ধ ধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। • **মহাস্থানগড়ে** সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। • **মৌর্য যুগের গুপ্তচরদের বলা হত-** সঞ্চারা।

সম্রাট অশোককে কেন বৌদ্ধধর্মের 'কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়?

কনস্ট্যানটাইন ছিলেন খ্রিস্টান রোমান সম্রাট। তাঁর সময়েই খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে বেশি প্রচার-প্রসার হয়। তিনি জেরুজালেমকে খ্রিস্টান ধর্মের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। আর সম্রাট অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়।

এজন্য রোমান সম্রাট কনস্যান্টটাইনের সাথে তুলনা করে সম্রাট অশোককে 'বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়।

চাণক্য

চাণক্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির দিকপাল ও ভারতের **ম্যাকিয়াভ্যালী** হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চাণক্যের ছদ্মনাম ছিল **কৌটিল্য** আর তাঁর উপাধি ছিল **বিষ্ণুগুপ্ত**। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো **'অর্থশাস্ত্র'** ও **'চাণক্যনীতি'**। অর্থশাস্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় **'Science of Politics'**। **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসারের প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন চাণক্য।** তাঁকে কূটনীতি এবং অর্থশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি তক্ষশীলা মহাবিহারের ছাত্র ছিলেন। **তক্ষশীলা জায়গাটি বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে অবস্থিত।**

কথিত আছে নন্দ রাজ বংশের রাজা ধননন্দ দ্বারা চাণক্য অপমানিত হন এবং নন্দ বংশ ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন তিনি। তাঁর সহায়তায় এবং বুদ্ধিতেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ বংশকে পরাজিত করে সারা ভারতের সম্রাট হন।

কলিঙ্গ যুদ্ধ

কলিঙ্গ জায়গাটি বর্তমান উড়িষ্যার একটি অংশ। কলিঙ্গ যুদ্ধ হয় খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ বা ২৬১ অব্দে। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৫ সালে এই অঞ্চলটি মৌর্য সম্রাট অশোক কর্তৃক আক্রান্ত হলে সম্রাট অশোক ও রাজা অনন্ত পদ্মনাভনের মাঝে এ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে প্রায় ১ লাখ মানুষ নিহত হয়। যুদ্ধে সম্রাট অশোক তার **কৃতকর্মের অনুশোচনায় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ** করেন। তাঁর শাসনামলে **বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি** পায়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ নিজ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন এবং শুঙ্গ সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটে।

মৌর্য পরবর্তী ৩টি সাম্রাজ্য

শুঙ্গ সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পূষ্যমিত্র শুঙ্গ এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। এর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই সময়েই লিখিত হয়।

কাণ্ব সাম্রাজ্য

কাণ্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব কাণ্ব।

কুষাণ সাম্রাজ্য

কনিষ্ক ছিলেন কুষাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন চরক। চরক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বপ্রথম সংকলনগ্রন্থ রচনা করেন, যা **'চরক সংহিতা'** নামে সমধিক পরিচিত।

গুপ্ত বংশ

মৌর্য সাম্রাজ্য পরবর্তী যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে ওঠে গুপ্ত সাম্রাজ্য। গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের **স্বর্ণযুগ** বলা হয়। এ যুগে ভারতের কলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। এ যুগের ভাস্কর্যকে **ধ্রুপদী ভাস্কর্য** বলা হয়। এছাড়াও এ যুগকে প্রাচীনকালের **সাহিত্যের স্বর্ণযুগও** (Golden Age) বলা হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ৩ শাসক

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
গুপ্ত বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা
উপাধি- মহারাজাধিরাজ

সমুদ্র গুপ্ত
গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা
প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন
উপাধি- বিক্রমাদিত্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

- সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর **পাটলিপুত্রের** সিংহাসনে বসেন।
- তিনি **মালবের উজ্জয়িনীতে** সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন।
- তাঁর শাসনামলে **গুপ্ত সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়।**
- তাঁর সময়ে জ্ঞানী, গুণী, প্রতিভাবান ৯ জনকে **'নবরত্ন'** বলা হতো।

নবরত্নের উল্লেখযোগ্য ৩ জন

কালিদাস
সংস্কৃত ভাষার
শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার।
'মেঘদূত' কালিদাস রচিত
একটি বিখ্যাত মহাকাব্য।

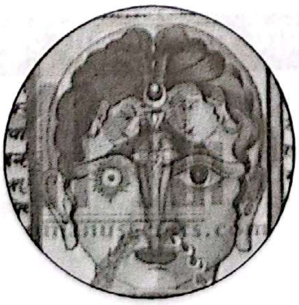

অমরসিংহ
সংস্কৃত কবি ও ব্যাকরণবিদ।
প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিধান
প্রণেতা। তাঁর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত
অভিধান 'অমরকোষ'।

বরাহমিহির
বিখ্যাত জোতির্বিদ ছিলেন।
বিখ্যাত গ্রন্থ- বৃহৎ সংহিতা।

অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র

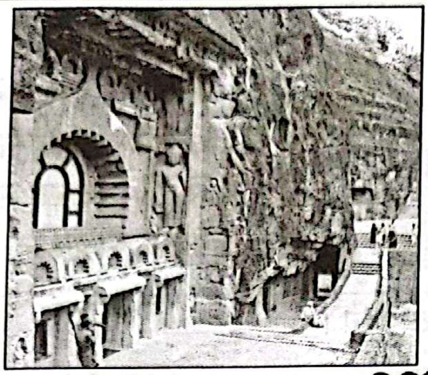

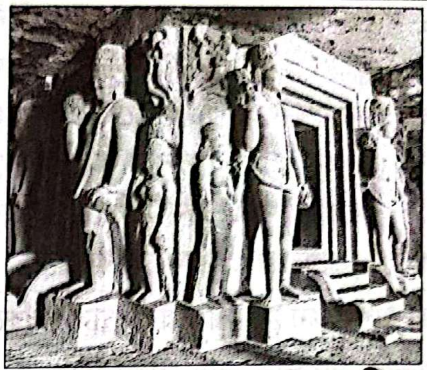

প্রায় দুই হাজার বছর আগে নির্মিত অজন্তা ও ইলোরার গুহাসমূহ অবস্থিত ভারতের মহারাষ্ট্রে। খাড়া গিরিখাতের পাথর খোদাই করে এই দুটি গুহাচিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব গুহাচিত্রে বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন ফুটে ওঠে। হিউয়েন সাঙয়ের ভ্রমণলিপিতে এই গুহাচিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ **যাযাবর জাতি হুনদের** আক্রমণে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর **বাংলায় দুটি স্বাধীন রাজ্যের** উদ্ভব হয়। এর একটি ছিল প্রাচীন **বঙ্গ রাজ্য** অপরটি ছিল স্বাধীন **গৌড় রাজ্য**।

বঙ্গ রাজ্য	গৌড় রাজ্য
▪ **অবস্থান-** দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল। ▪ **স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য শাসন করতেন-** তিন জন রাজা। ▪ **গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদের** নামে তিন জন রাজা **'মহারাজাধিরাজ'** উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য শাসন করতেন।	▪ **অবস্থান-** বাংলার পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল। ▪ গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসনকর্তাকে বলা হত **'মহাসামন্ত'। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত।** ▪ **শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন-** ৬০৬ সালে; গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে। *(তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা-বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)*

রাজা শশাঙ্ক

- গৌড় বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন **শশাঙ্ক**।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা।
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি।
- প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে **'গৌড়'** নামে একত্রিত করেন।
- **শশাঙ্কের উপাধি ছিল-** 'রাজাধিরাজ'।
- শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন **কর্ণসুবর্ণে** (এটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়)।

রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শৈব ধর্মের উপাসক। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং শশাঙ্ককে বৌদ্ধ ধর্মবিদ্বেষী হিসেবে উল্লেখ করেন।

পুষ্যভূতি রাজ্য ও হর্ষবর্ধন

৬০৬ সালে শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি **'হর্ষাব্দ'** নামক সাল গণনার প্রচলন করেন।

সম্রাট হর্ষবর্ধন নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নামে তিনটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

- **রাজা শশাঙ্কের সমসাময়িক শাসক ছিলেন-** হর্ষবর্ধন।
- **পুষ্যভূতি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন-** হর্ষবর্ধন।
- **হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল-** কনৌজ।
- **প্রথম ভারতীয় রাজা হিসেবে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন-** হর্ষবর্ধন।
- **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল-** হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায়।
- **হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন-** বাণভট্ট।
- **বাণভট্ট রচিত হর্ষবর্ধনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ-** হর্ষচরিত।
- **চীনা পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাং' ভারত সফরে আসেন-** হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬৩০)।
- **চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সপ্তম শতকে বাংলায় আসেন-** হর্ষবর্ধনের সময়ে।
- **শীলভদ্রের ছাত্র ছিলেন-** হিউয়েন সাং।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ভারতের বিহারে। প্রাথমিক পর্যায়ে নালন্দা একটি বৌদ্ধ বিহার হিসেবে যাত্রা শুরু করে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং দীর্ঘ পাঁচ বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রখ্যাত অধ্যাপক

নাগার্জুন
গৌতম বুদ্ধের পরবর্তী সর্বাধিক প্রভাবশালী বৌদ্ধ দার্শনিক। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আর্যদেব
নাগার্জুনের শিষ্য ছিলেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

শীলভদ্র
হিউয়েন সাংয়ের শিক্ষক ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ধর্মপাল
পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক ছিলেন।

আমিই হিউয়েন সাং

আমি একজন চৈনিক পরিব্রাজক। আমি দীর্ঘ ১৪ বছর ভারতে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। আমার ভারতবর্ষ ভ্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশেও ভ্রমণ করেছিলাম।

হিউয়েন সাং ৬৩৫-৬৪৩ সাল পর্যন্ত মোট ৮ বছর হর্ষবর্ধনের রাজসভায় অবস্থান করেন।

অতীশ দীপঙ্কর ও বিক্রমপুরি বিহার

অতীশ দীপঙ্কর

- **শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন-** বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত।
- **জন্ম-** ৯৮০ সালে।
- **জন্মস্থান-** ঢাকার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে।
- **বজ্রযোগিনী গ্রাম বর্তমানে অবস্থিত-** মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- **তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন-** ১৩ বছর।
- **মৃত্যু-** ১০৫৩ সালে (তিব্বতের লাসা নগরীর লেথান পল্লীতে)।
- তিনি **'তাঞ্জুর'** নামে বিশাল তিব্বতি গ্রন্থ সংকলন করেন।
- **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাংলাদেশি কৃতি ছাত্র পরবর্তীকালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন-** অতীশ দীপঙ্কর।
- **'বিক্রমপুরি বৌদ্ধ বিহার' এর সন্ধান পাওয়া গেছে-** বজ্রযোগিনী, মুন্সিগঞ্জ।

বজ্রযোগিনী গ্রামে সন্ধান পাওয়া 'বিক্রমপুরি বৌদ্ধ বিহার' প্রাক-মধ্যযুগীয় খ্রিস্টীয় অষ্টম বা নবম শতকে নির্মিত।

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলার নাটেশ্বর গ্রামে আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধদের স্মৃতিচিহ্ন নাটেশ্বর দেওল (দেবালয়)।

মাৎস্যন্যায়

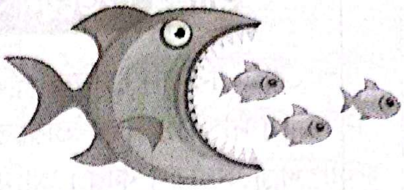

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এ **অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়'** বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো পরিস্থিতিকে বলে মাৎস্যন্যায়। সে সময় বাংলার সবল অধিকারীরা ছোট ছোট অঞ্চলকে গ্রাস করেছিলেন।

এ অরাজকতার যুগ চলে ১০০ বছরব্যাপী। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

অনেক তো পড়লেন, এবার দুইটা কথা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন!!

যদি ইউটিউবে জোবায়ের স্যারের ক্লাস করতে চান তাহলে এখনি **"Zubair Ahmed GK"** চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি একদম বিনামূল্যে সাধারণ জ্ঞানের মডেল টেস্ট দিতে চান তাহলে এখনি **"জোবায়ের'স GK – Educational Group"** এর মেম্বার হয়ে যান।

আমাদের –

ফেসবুক গ্রুপ – **জোবায়ের'স GK – Educational Group**
ফেসবুক পেজ – **Zubair's GK**
ইউটিউব চ্যানেল – **Zubair Ahmed GK**
ফেসবুক আইডি – **Zubair Ahmed**

পাল বংশ

শশাঙ্কের পর দীর্ঘদিন বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিল না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় শাসন শক্তভাবে ধরার মত কেউ ছিল না। সামন্ত রাজারা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকেন। এ অরাজকতাপূর্ণ সময় (৭ম-৮ম শতক) কে পাল তাম্র শাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে **'মাৎস্যন্যায়'** বলে। **৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে।** বাংলায় প্রথম **বংশানুক্রমিক শাসন** শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। পাল বংশের রাজারা একটানা **৪০০ বছর** এদের শাসন করেছিলেন।

পাল বংশের বিশেষত্ব

- শাসনকাল ছিল ৭৫৬ সাল থেকে ১১৬১ সাল।
- বাংলায় অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে।
- বাংলার প্রথম বংশানুক্রমিক রাজবংশ।
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী (৪০০ বছর) রাজবংশ।
- মোট ১৭ জন শাসক শাসন পরিচালনা করেন।
- পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- পাল রাজাদের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র।
- বাংলায় পালি ভাষার বিস্তার ঘটে।
- বাংলায় চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটে।
- বাংলার প্রথম সাহিত্যকীর্তি চর্যাপদ রচিত হয়েছিল।

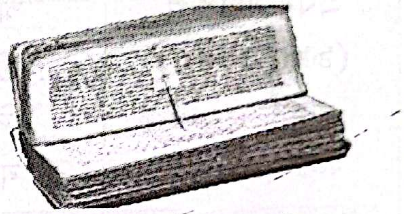

বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদ নেপালের রাজদরবার থেকে উদ্ধার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পাল রাজা	উল্লেখযোগ্য কর্ম
গোপাল (৭৫৬-৭৮১)	• গোপাল ছিলেন পাল বংশের প্রথম রাজা। • বাংলায় শতবর্ষব্যাপী চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করেন। • ভারতের বিহারে **'অদন্তপুরী মহাবিহার'** প্রতিষ্ঠা করেন।
ধর্মপাল (৭৮১-৮২১)	• পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা- ধর্মপাল। • ধর্মপাল ছিলেন রাজা গোপালের পুত্র। • পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল **'বিক্রমশীল'**। • বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। • নেপাল জয় করেন। • ভারতের বিহারের ভাগলপুরে **'বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়'** প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এটি একটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র **'বিক্রমশীলা বিহার'** হয়। • নওগাঁর পাহাড়পুরে **'সোমপুর বিহার'** নির্মাণ করেন।

CamScanner

দেবপাল (৮২১-৮৬১)	• দেবপাল ছিলেন রাজা ধর্মপালের পুত্র এবং পাল বংশের তৃতীয় রাজা। • পাল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি বিস্তার করেন। • মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন।
নারায়ণপাল (৮৬৬-৯২০)	• নারায়ণপাল ছিলেন পাল বংশের পঞ্চম রাজা। • দীর্ঘকাল (৫৪ বছর) ক্ষমতায় থাকে।
প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩)	• তাঁর সময়ে পাল শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটে। • তাঁর উপাধি ছিল **'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ'**। • বাংলার লোকায়ত **'মহীপালের গীত'** সম্রাট মহীপালকে স্মরণ করে লেখা। • তাঁর নামানুসারে রংপুরের মাহিগঞ্জ, বগুড়ার মহীপুর, দিনাজপুরের মাহীসন্তোষ, মুর্শিদাবাদের মহীপাল নামকরণ করা হয়। • পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরে অবস্থিত মহীপাল দীঘি এবং মুর্শিদাবাদে অবস্থিত সাগরদীঘি খনন করেন।
দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০)	• তাঁর সময়ে দিব্যকের নেতৃত্বে বরেন্দ্র অঞ্চলে **'কৈবর্ত বিদ্রোহ'** হয় এবং দিব্যকের নেতৃত্বে বরেন্দ্রভূমিতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। • অনেকে শুধু জেলে সম্প্রদায়কে কৈবর্ত বললেও প্রকৃতপক্ষে জেলে, কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষকে সাধারণত কৈবর্ত বলা হতো। • কৈবর্ত বিদ্রোহকে বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়।
রামপাল (১০৮২-১১২৪)	• পাল বংশের সর্বশেষ সফল রাজা। • কৈবর্ত শাসক দিব্যকে পরাজিত করে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন। • মালদহের **'রামাবতী'**তে রাজধানী স্থাপন করেন। • তাঁর সভাপতি ছিলেন **'রামচরিত'** এর রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী।
মদনপাল (১১৪৩-১১৬১)	• **পাল বংশের সর্বশেষ রাজা।** • তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ধ্যাকর নন্দী **'রামচরিত'** রচনা করেন। • বিজয় সেনের কাছে পরাজিত হন এবং এই পরাজয়ের মধ্যদিয়ে সেনরা বাংলাকে দখল করেন।

CamScanner

বৌদ্ধ পুঁথিগ্রন্থ অষ্টাসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

চিত্রসহ 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথিগ্রন্থের যে পাণ্ডুলিপিসমূহ পাওয়া যায় তা তালপাতায় লেখা ও চিত্রায়িত করা হয়েছে।

বঙ্গীয় চিত্রকলার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা। তালপাতার উপরে চিত্রসম্বলিত বৌদ্ধ পুঁথিগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা রাজা প্রথম মহীপালের সময়ের একটি নিদর্শন। বর্তমানে দুর্লভ এই পাণ্ডুলিপি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।

পালদের সম্পর্কে ২টি তথ্য

সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গকে পাল রাজাদের পিতৃভূমি (জনকভূ) বলা হয়েছে।

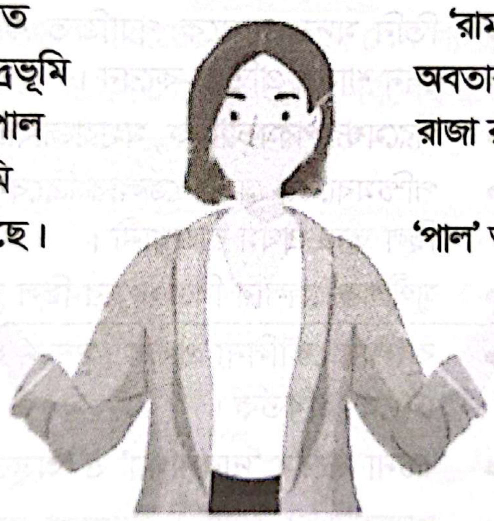

'রামচরিত' গ্রন্থে হিন্দুধর্মের অবতার রামচন্দ্র ও পাল বংশের রাজা রাম পালের প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে।
'পাল' অর্থ রক্ষাকর্তা বা রক্ষক।

পাল রাজাদের তম সংক্রান্তি

- পাল বংশের মোট শাসক ছিলেন- ১৭ জন।
- সর্বশেষ শক্তিশালী এবং সফল শাসক- রাজা রামপাল (১৪ তম শাসক)।
- সর্বশেষ শাসক রাজা- মদন পাল (১৭ তম শাসক)।
- প্রথম মহীপাল ছিলেন ৯ম শাসক আর দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন- ১২ তম শাসক।

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন: বাজারে প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে দিনাজপুরের 'রামসাগর দীঘিটি' খনন করেন পাল রাজা রামপাল। তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে 'রামসাগর দীঘিটি' খনন করেন রাজা রামনাথ। তাঁর নামানুসারেই দীঘিটির নামকরণ করা হয়।

আরো একটি শুদ্ধ তথ্য জানুন: পাল বংশের সর্বশেষ রাজা নিয়ে অনেকের মধ্যেই অনেক কনফিউশন আছে। পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন মদন পাল। কিন্তু মদন পাল সফল রাজা ছিলেন না। পাল বংশের রাজাদের মধ্যে সর্বশেষ শক্তিশালী ও সফল রাজা ছিলেন রামপাল।

সেন বংশ

বাংলার ব্যাপক অংশ জুড়ে একাদশ শতাব্দীর মাঝপর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী সেন বংশের শাসন। বাংলায় প্রথম আসেন সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাট থেকে বৃদ্ধ বয়সে বাংলায় আসেন। তিনি প্রথমে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দেওয়া হয় হেমন্ত সেনকে। আর **বিজয় সেনকে বলা হয় সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।** আর সেন বংশ শাসন করে ১০৬১ থেকে ১২০৪ সাল পর্যন্ত।

সেন বংশের শাসকগণ

১ সামন্ত সেন → ২ হেমন্ত সেন → ৩ বিজয় সেন → ৪ বল্লাল সেন → ৫ লক্ষ্মণ সেন

রাজার নাম	কর্মকাণ্ড
বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০)	• **সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।** • তিনি মদন পালকে পরাজিত করে গৌড় বা উত্তরবঙ্গে সেন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। • **পরমেশ্বর পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ** উপাধিগ্রহণ করেন। • পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ত্রিবেনীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল তাঁর প্রথম রাজধানী। • মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে ছিল তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী।
বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮)	• বাংলায় কৌলিন্য প্রথার (সম্মান লাভার্থে প্রজারা সৎপথে চলবে) প্রবর্তক। • রচনা করেন **'দানসাগর'** ও **'অদ্ভুতসাগর'**। • অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটির অসমাপ্ত অংশ সম্পূর্ণ করেছিলেন তার ছেলে লক্ষণ সেন। • রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালে। • তাঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে।
লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৬)	• **সেন বংশের সর্বশেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন।** • **৬০ বছর বয়সে** সিংহাসনে আরোহণ করেন। • ১২০৪ সালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ খলজি লক্ষ্মণ সেনের নিকট থেকে নদীয়া দখল করেন। • তাঁর নদীয়া ত্যাগের মাধ্যমেই বাংলা হিন্দু শাসনের পতন ঘটেছিল এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়েছিল। • লক্ষ্মণ সেন নদীয়া থেকে পলায়ন করে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন।

CamScanner

বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা কে- লক্ষ্মণ সেন নাকি কেশব সেন?

লক্ষ্মণ সেন

মূলত ১২০৪ সালে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্যদিয়েই বাংলায় সেন বংশের অবসান ঘটে। ১২০৬ সালে লক্ষ্মণ সেন মৃত্যুবরণ করেন।

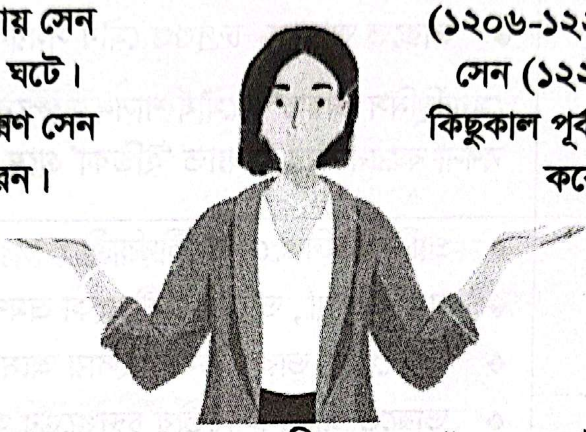

কেশব সেন

লক্ষ্মণ সেন মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২৫) ও কেশব সেন (১২২৫-১২৩০) কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন।

এই হিসেবে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সেন শাসনের তথা হিন্দু রাজাদের শাসনের অবসান ঘটলেও সেন বংশের সর্বশেষ রাজা কেশব সেন।

সেন বংশের পতন ঘটান বখতিয়ার খলজি

বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) লক্ষণ সেনকে হটিয়ে নদীয়া (বাংলা) দখল করেন। পরবর্তীতে ১২০৫ সালে (মতান্তরে ১২০৪) সেনদের অন্যতম রাজধানী লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন। এ সময় থেকেই লক্ষণাবতীর নাম হয় লখনৌতি। লক্ষণাবতী (গৌড়) কে কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বখতিয়ার খলজি

আফগানিস্তানের গরমশির অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক।

- **বাংলায় প্রথম মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটান-** বখতিয়ার খলজি।
- **বাংলার প্রথম মুসলিম সুলতান-** বখতিয়ার খলজি।
- **বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন-** ১২০৪ সালে।
- **বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে (ভারত) আসেন-** ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

CamScanner

বাংলায় আগমনকারী বিখ্যাত পর্যটক

মেগাস্থিনিস

- বিখ্যাত গ্রিক পর্যটক ও ভূগোলবিদ।
- খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে এশিয়া মাইনরে জন্মগ্রহণ করেন।
- **যে গ্রিক রাজা মেগাস্থিনিসকে দূত হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজদরবারে প্রেরণ করেন-** রাজা সেলিউকাস।
- গ্রিস থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে ভারতে আসেন।
- **ভারতে আসেন-** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সময়কালে।

মেগাস্থিনিস ভারত ও মৌর্য শাসন সম্পর্কে বর্ণনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে।

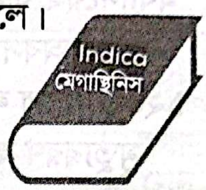

ফা-হিয়েন

- প্রাচীন চৈনিক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী।
- মধ্য এশিয়া, ভারত ও শ্রীলংকা ভ্রমণ করেন।
- চীন থেকে ভারত তথা বাংলায় আসা প্রথম পর্যটক।
- **ভারতে আসেন-** দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে।
- বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র শিক্ষা ও তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন।
- **তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-** 'ফো-কুয়ো-কিং'।

হিউয়েন-সাং

- সাত শতকের চৈনিক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী।
- **জন্ম-** ৬০৩ সালে (চীনের হেনান প্রদেশে)।
- **ভারত সফরে আসেন-** ৬৩০ সালে।
- **বাংলা (ভারতবর্ষে) আসেন-** হর্ষবর্ধনের আমলে।
- **হিউয়েন-সাং এর দীক্ষাগুরু ছিলেন-** শীলভদ্র।
- **বাংলায় ভ্রমণ করেন-** কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, রক্তমৃত্তিকা, পুণ্ড্রনগর অঞ্চল।
- **তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ-** সিদ্ধি।

মা হুয়ান

- চৈনিক পরিব্রাজক বা পর্যটক (মুসলিম পর্যটক)।
- **বাংলায় আসেন-** গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৪০৬)।
- বাংলায় আসেন চৈনিক এক প্রতিনিধি দলের দোভাষী হিসেবে।
- সোনারগাঁওকে বাণিজ্যিক শহররূপে প্রত্যক্ষ করে।
- **তাঁর 'ইং ইয়াই শেং লান'** নামক গ্রন্থে বাংলা সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা সম্পর্কে আলোচনা আছে এই বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠায়।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলার প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. ময়নামতী খ. বিক্রমপুর গ. মহাস্থানগড় ঘ. উয়ারি-বটেশ্বর

০২. কোন বাঙালি ৭ম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. শীলভদ্র খ. অতীশ দীপঙ্কর
গ. কাহ্নপা ঘ. জীমূতবাহন

০৩. বাংলার প্রাচীন নগর 'কর্ণসুবর্ণ'- এর অবস্থান ছিল? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. কুমিল্লায় খ. মুর্শিদাবাদ
গ. বগুড়ায় ঘ. রাজশাহীতে

০৪. চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কার শাসনামলে বাংলায় আসেন? [DU খ' ১৫-১৬]
ক. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত খ. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
গ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঘ. হর্ষবর্ধন

০৫. অর্থশাস্ত্রে অবদানের জন্য কে বিখ্যাত? [DU খ' ১৫-১৬]
ক. কৌটিল্য খ. পাণিনি গ. বাৎসায়ন ঘ. বাল্মীকি

০৬. মহাস্থানগড় কোন বংশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন? [DU ঘ' ০৬-০৭]
ক. মৌর্য খ. পাল গ. সেন ঘ. গুপ্ত

০৭. অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন? [DU খ' ১৫-১৬/জাবি-মানবিক, ০৪-০৫]
ক. মৌর্য খ. গুপ্ত গ. পুষ্যভূতি ঘ. কুশান

০৮. পাটালিপুত্র রাজধানী ছিল- [DU খ' ১৩-১৪]
ক. গুপ্তদের খ. সেনদের গ. পালদের ঘ. মৌর্যদের

০৯. প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত? [DU খ, ০৫-০৬/চবি 'C' ১৪-১৫]
ক. মুর্শিদাবাদ খ. রাজশাহী গ. চট্টগ্রাম ঘ. বরিশাল

১০. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন- [DU খ' ০৬-০৭]
ক. শশাঙ্ক খ. বখতিয়ার খলজি গ. বিজয় সেন ঘ. গোপাল

১১. নিম্নের কোন বংশ প্রায় চারশ' বছরের মতো বাংলা শাসন করেছে? [DU ঘ' ১১-১২]
ক. মৌর্য খ. গুপ্ত গ. পাল ঘ. সেন

১২. বঙ্গ ও গৌড় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে কত শতকে? [DU ঘ' ৯৫-৯৬]
ক. ষষ্ঠ খ. অষ্টম গ. দশম ঘ. একাদশ

১৩. 'অষ্টাসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' কি? [DU চ' ১৬-১৭]
ক. হিন্দু ধর্মগ্রন্থ খ. কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ
গ. বৌদ্ধ পুঁথি ঘ. জৈন ধর্মগ্রন্থ

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. খ	৪. ক	৫. ক	৬. ক	৭. ক	৮. ঘ
৯. ক	১০. ঘ	১১. গ	১২. ক	১৩. গ			

CamScanner

বি সি এস

১৪. চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন? (44 BCS)
ক. হিউয়েন সাং খ. ফা হিয়েন গ. আই সিং ঘ. এঁদের সকলেই

১৫. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? (42 BCS)
ক. গোপাল খ. ধর্মপাল গ. মহীপাল ঘ. বিগ্রহপাল

১৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি কোনটি? (41 BCS)
ক. ময়নামতি খ. পুণ্ড্রবর্ধন গ. পাহাড়পুর ঘ. সোনারগাঁ

১৭. বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? (41 BCS)
ক. হেমন্ত সেন খ. বল্লাল সেন গ. লক্ষণ সেন ঘ. কেশব সেন

১৮. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? (41 BCS)
ক. অশোক খ. শশাঙ্ক গ. মেগদা ঘ. ধর্মপাল

১৯. 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে? [41 BCS]
ক. ৫ম-৬ষ্ঠ শতক খ. ৬ষ্ঠ-৭ম শতক গ. ৭ম-৮ম শতক ঘ. ৮ম-৯ম শতক

২০. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন? [35 BCS]
ক. অতীশ দীপঙ্কর খ. শীলভদ্র গ. মাহুয়ান ঘ. মেগাস্থিনিস

২১. মহাবীর শীলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন? [35 BCS]
ক. আনন্দ বিহার খ. নালন্দা বিহার
গ. গোসিপো বিহার ঘ. সোমপুর বিহার

২২. বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে? [30 BCS]
ক. ১২১২ খ. ১২০০ গ. ১২০৪ ঘ. ১২১১

২৩. বাংলায় মুসলিম শাসন (আধিপত্য বিস্তারের) সূচনা করেন- [বাতিলকৃত 24 BCS]
ক. মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি খ. মুহম্মদ বিন কাসিম
গ. মুহম্মদ ঘুরী ঘ. সুলতান মাহমুদ

২৪. বাংলাদেশের প্রাচিনতম নগর কেন্দ্র/প্রাচীনতম শহর- [বাতিলকৃত 24 BCS/DU ঙ' ০৩-০৪/ ইবি 'B' 15-16]
ক. ময়নামতি খ. পাহাড়পুর গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনার গাঁ

২৫. প্রাচীন 'পুন্ড্রনগর' কোথায় অবস্থিত? [25, 13 BCS]
ক. ময়নামতি খ. বিক্রমপুর গ. মহাস্থানগড় ঘ. পাহাড়পুর

২৬. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা কে? [বাতিলকৃত 24 BCS]
ক. রামপাল খ. ধর্মপাল গ. চন্দ্রপাল ঘ. আদিশূর

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

২৭. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কোন শাসককে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ জয় করেন? [MC 24-25]
ক. প্রতাপাদিত্য খ. বল্লাল সেন গ. লক্ষণ সেন ঘ. ঈসা খান

২৮. সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত একটি- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]
ক. অর্থশাস্ত্র খ. আত্মজীবনী গ. ইতিহাসগ্রন্থ ঘ. কাব্য

২৯. হর্ষচরিত রচনা করেন- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]
ক. হিউয়েন সাং খ. বানভট্ট গ. কালিদাস ঘ. সন্ধ্যাকর নন্দী

উত্তরমালা

১৪. খ	১৫. খ	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. গ	২০. খ	২১. খ
২২. গ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. গ	২৯. খ

CamScanner

৩০. মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন? [জাবি মানবিক, ০৬-০৭]
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. অশোক গ. ধর্মপাল ঘ. সমুদ্রগুপ্ত

৩১. অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা কে? [রাবি-সমাজবিজ্ঞান, ০৫-০৬]
ক. কৌটিল্য খ. বাণভট্ট গ. আনন্দভট্ট ঘ. মেগাস্থিনিস

৩২. কৌটিল্য কার নাম? [জাহাবি নৃবিজ্ঞান, ০৯-১০]
ক. চাণক্যের ছদ্মনাম খ. গুপ্ত গ. পণ্ডিত ঘ. রাজ কবি

৩৩. কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করেছিলেন? [জাবি ০৭-০৮]
ক. হিদাস্পিসের যুদ্ধ খ. কলিঙ্গের যুদ্ধ
গ. মেবারের যুদ্ধ ঘ. পানিপথের যুদ্ধ

৩৪. বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন কাকে বলা হয়? [জাহাবি-ইতিহাস বিভাগ, ০৯-১০]
ক. অশোক খ. চন্দ্রগুপ্ত গ. মহাবীর ঘ. গৌতম বুদ্ধ

৩৫. কোশল-এর রাজধানী ছিল- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]
ক. শ্রাবস্তি খ. পাটলীপুত্র গ. তক্ষশীলা ঘ. মথুরা

৩৬. চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশের আগমন করেন? [শ্রম অধিদপ্তরে শ্রম অফিসার, ৯৬]
ক. হিউয়েন সাং খ. ফা হিয়েন গ. আইসিং ঘ. উপরের সবগুলোই

৩৭. কোন যুগ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত? [রাবি-ইতিহাস, ০৭-০৮]
ক. মৌর্যযুগ খ. শুঙ্গযুগ গ. কুষাণযুগ ঘ. গুপ্তযুগ

৩৮. প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি কে? [রাবি ইতিহাস, ০৮-০৯]
ক. হর্ষবর্ধন খ. শশাঙ্ক গ. গোপাল ঘ. লক্ষ্মণ সেন

৩৯. একসময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল- [শাবি ০৭-০৮]
ক. সিনহাবাদ খ. চন্দ্রদ্বীপ গ. গৌড় ঘ. মাকসুদাবাদ

৪০. পাল বংশের প্রথম রাজা কে? [রাবি-ইতিহাস বিভাগ, ০৭-০৮]
ক. গোপাল খ. ধর্মপাল গ. দেবপাল ঘ. রামপাল

৪১. চাণক্য কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? [চবি খ' ১৫-১৬]
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গ. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঘ. সমুদ্রগুপ্ত

৪২. রাজা 'কনিষ্ক' কোন বংশের শাসক? [চবি খ'১৮-১৯]
ক. গুপ্ত খ. মৌর্য গ. কুষাণ ঘ. দেব

৪৩. মহাকবি কালিদাস যে যুগের কবি ছিলেন? [বেরোবি ক' ১২-১৩]
ক. পাল খ. সেন গ. মৌর্য ঘ. গুপ্ত

৪৪. প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী ছিল- [খুবি খ' ১৯-২০]
ক. পুন্ড্রনগর খ. কনৌজ গ. কর্ণাটক ঘ. কর্ণসুবর্ণ

৪৫. 'মহাসামন্ত' কার উপাধি ছিল? [বেরোবি ক' ১১-১২]
ক. গোপাল খ. লক্ষ্মণ সেন গ. হর্ষবর্ধন ঘ. শশাঙ্ক

৪৬. 'মাৎস্যন্যায়' ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত? [ববি খ' ১৬-১৭]
ক. মাছ বাজার খ. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ. মাছ ধরার নৌকা ঘ. আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা

উত্তরমালা

৩০.ক	৩১. ক	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. ঘ
৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ক	৪১. ক	৪২. গ	৪৩. ঘ	৪৪. ঘ	৪৫. ঘ
৪৬. ঘ							

CamScanner